দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 SEP 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা ঃ প্রভোস্টদের পদত্যাগ

ইসলামী ভার্সিটিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঃ ১৫০ ছাত্র আহত

যশোর ব্যুরো ঃ এক রক্তক্ষয়ী ছাত্র সংঘর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১শ' ৫০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৮ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৭৭ জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন এই হাসপাতাল থেকে। কুষ্টিয়াতেও ভর্তি আছেন বেশ কয়েকজন আহত ছাত্র বিভিন্ন ক্লিনিকে। গুরুতর ২ জনকে রাতে চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠানো হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরগণসহ পুরো প্রক্টোরিয়াল বডি পদত্যাগ করেছেন।

পুলিশ, জেলা প্রশাসন, ছাত্র সংগঠন ও অন্যান্য সূত্রে বলা হয়, বৃহস্পতিবারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত মূলত বুধবারের ঘটনার জের। বুধবার সন্ধ্যায় ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের (শা-পা) মধ্যে সংঘর্ষে উভয়পক্ষে ১০ জন আহত হন। শিবির কর্মীরা সাদ্দাম হোসেন হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের কক্ষ ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন।

এরই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রলীগের

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী ভার্সিটিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঃ ১৫০ ছাত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকশ' কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় সংঘর্ষ শুরু হয়। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে দুপুর ২টা পর্যন্ত। ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। পরে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলা থেকে পুলিশ গিয়ে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করে। ছাত্র শিবির বলছে, পুলিশ হামলাকালে ছাত্রলীগকে সাহায্য দিয়েছে এবং তাদের প্রতি টিয়ার গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করেছে। পুলিশ বলছে, ওই অভিযোগ মিথ্যা।

সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার হয়। এ সময় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহা-সড়কে যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। আহতদের মধ্যে ১শ ২৫ জন শিবির কর্মী। তাদের অধিকাংশ বোমা ও গুলিতে আহত। বাকী আহতরা হলেন ছাত্রলীগ কর্মী। আহত শিবির কর্মীদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাদের হাসপাতালে পাঠাতে বাধার সৃষ্টি করা হয়। বিকাল ৪ টার দিকে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে কথা বলেন। এরপর আহত ৯৫ জন শিবির কর্মীকে বাস ও এ্যাম্বুলেসযোগে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংকটাপন্ন অবস্থায় আমিনুর রহমান ও আবুল কালাম মজুমদারকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। কিছু আহত ছাত্রনেতা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। শিবিরকর্মীরা বলছে, ঝিনাইদহে ভর্তি সব আহত ছাত্রই তাদের সমর্থক। ছাত্রলীগের আহত কর্মীদের সবাই বাইরে থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, সংঘর্ষ শুরুর পরপরই তারা সাহায্যের জন্য ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান। কিন্তু তারা সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া এই দু'জেলার মধ্যে অবস্থিত। বিকাল ৫টার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অনেকেই যানবাহনের অভাবে ও নিরাপত্তাজনিত কারণে হল ছাড়তে পারেননি।

ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতারা বলছেন, ছাত্র শিবির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সেনানিবাসে পরিণত করেছিল। তাদের হাতে জিম্মি ছিল সাধারণ ছাত্র ও গোটা ক্যাম্পাস। বৃহস্পতিবারের ঘটনার জন্য ছাত্র শিবিরের ভূমিকা ও তৎপরতা দায়ী। এদিকে ছাত্র শিবির সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। তাদের অভিযোগ ঃ ছাত্রলীগ বহিরাগতদের সাহায্যে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত হয়ে হামলা করেছে।